১৬-১০-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়ার বিঘ্ন জ্ঞানে নয়, যোগের উপর আসে, যোগ ছাড়া এই পড়ার ধারণা হতে পারে না, তাই যতটা সম্ভব যোগে থাকার পুরুষার্থ করো ।"

প্রশ্ন :- বাবা জ্ঞান বা যোগ ধারণে অক্ষম বাচ্চাদের কিভাবে উপরে তুলে দেন ?

উত্তর :- বাবা সেইসব বাচ্চাদের ক্লাসে মহিমা করেন, ভালোবেসে কথা বলেন, হিম্মত দিয়ে বলেন - বাচ্চারা, তোমরা তো খুব ভালো । তোমরাই তো জ্ঞান - গঙ্গা হতে পারো । তোমরাই এই বিশ্বের মালিক হবে । আমি তো তোমাদের বিনা পয়সায় বাদশাহী দিতে এসেছি । তোমরা তাহলে কেন নেবে না ? তোমাদের রাহুর দশা লেগেছে কি ? মুরলী পড়, যোগে থাকো, তাহলেই গ্রহণ ছেড়ে যাবে । এমন সাহস দিলে বাচ্চারা আবার নতুন করে যোগ আর পড়াতে লেগে যায় । এই বিধিতেই অনেক বাচ্চাদের গ্রহের দোষ কেটে যায় ।

গীত :- দূর দেশের অধিবাসী .....

ওম শান্তি । ভগবানুবাচঃ- এই দুটো শব্দই গীতার বলা হয়, যা মানুষ শুনে এসেছে । এই গীতা শাস্ত্র স্বর্গে ছিলো না । এ তো মানুষ পরে বসে বানিয়েছে । ভগবান উবাচঃ কি বলা হয় ? বাচ্চারা, মনমনাভব । শব্দ সেই এক সংস্কৃত, যা তোমরা শুনে এসেছো । তার কোনো অর্থও বুঝতে না । তিনি এসেই বললেন, মনমনাভব । যদি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ কি বলবেন, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করো ? তাহলে এ তো মিথ্যে হয়ে গেলো । এখানে পরমপিতা পরমাত্মা শিব শালগ্রামদের বলেন যে মনমনাভব, আমি পরমাত্মাকে স্মরণ করো, কেননা এখন সকলের মৃত্যু উপস্থিত । গুরু বা ভাই, বন্ধু যাদেরই মৃত্যুর সময় উপস্থিত হোক না কেন, তাদের বলে রাম নাম বলো, বা কৃষ্ণ বলো বা তাঁদের ছবি সামনে রেখে দেয়, রামের, কৃষ্ণের বা গুরু আদিদের । এখানে তো সমস্ত মানুষেরই মৃত্যু হবে । সকলেই বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে । ছোটো, বড় সকলকেই বাণীর থেকে বহুদূরে পরমধাম বা সাইলেন্স ওয়ার্ল্ডে যেতে হবে । তাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয় । সে হলো অহম অর্থাৎ আমি আত্মাদের দুনিয়া । এখানে এলেই আত্মা সাকারী হয়ে যায় । ওখানে কোনো শরীর নেই । আত্মা এখানে শরীর ধারণ করে অভিনয় করে । এখন বাবা বলেন যে বাচ্চারা আমি তোমাদের এখন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । আমি কালেরও কাল । অমৃতসরে এক অকালতক্তও রয়েছে । অকাল যাকে কাল খেতে পারে না । এখন কালেরও কাল বলেন আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি । তোমাদের আবার এই অভিনয় করতে আসতে হবে । সৃষ্টির আদিতে প্রথমে কাদের পার্ট ছিলো ? কেননা এই সৃষ্টি হলো অনেক ধর্মের ঝাড় । সকলেই নম্বর অনুসারে আসে । প্রথমে হলো দেবতা ধর্ম । এখন সেই ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । তার জ্ঞানও প্রায় শেষ । তাহলে শাস্ত্রতে কিভাবে এসেছে ? যেই সহজ রাজযোগের সাহায্যে তারা দেবতা হয়েছিলো, সে সবও প্রায় অবলুপ্ত । বাকি এই গীতা ইত্যাদি হলো ভক্তির সামগ্রী কেননা এই জ্ঞান তোমরা এখানেই পেয়ে থাকো । এর শাস্ত্র সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগে থাকে না । তাহলে দ্বাপরে কিভাবে আসবে ? ওখানে তোমাদের কোনো প্রকৃত গীতা থাকে না । নাটকের নিয়ম অনুসারে সেখানে ভক্তিমার্গের গীতা ইত্যাদি বানানো হয় । বলা হয়, আগে সাধু - মহাত্মাদের সুবুদ্ধি ছিলো । তাই তাঁরা বসে এই শাস্ত্র ইত্যাদি বানিয়েছিলো । নাটকের নিয়ম অনুসারে এ বানানোরই ছিলো । সেই সময় আসল জিনিস কোথা থেকে আসবে ? যেমন গান্ধীর সাথে

মোতিলাল আদিদের পার্ট ছিলো । এখন যদি তাদের নাটক তৈরী করা হয়, তাঁরা কোথা থেকে আসবে । তারা তখন নকলই বানাবে । এখন ব্রহ্মার স্থাপনার পার্ট চলছে । কিসের স্থাপনা ? বাচ্চারা জানে যে দেবী – দেবতা ধর্মের স্থাপনা সত্যযুগের জন্য হচ্ছে, তাই বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে । এখানে বসে থাকলে টেপ শোনা উচিত বা মুরলী রিপিট করা উচিত বা যোগে বসা উচিত যাতে বিকর্ম বিনাশ হয় । সারাদিন তো কাজেই থাকো । সেখানে খুব মুশকিলেই যোগ করতে পারো । এখানে মায়া অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে । মায়া জ্ঞানের দ্বারা দূর করা যায় না, যোগের দ্বারাই দূর করা যায় । সংকল্প – বিকল্প যোগে থাকতেই দেয় না । পড়াতে এতো বিঘ্ন আসে না । হ্যাঁ, যদি যোগ না হয় তাহলে পড়ার ধারণা হবে না । জ্ঞানের থেকে যোগ সহজও । বুড়ি মায়েরা বলে থাকে, আমাদের মাথায় এতো পয়েন্টস ঢোকে না । তখন বাবা বলেন, আচ্ছা, আমার স্মরণে তো থাকো ।

বাবা বলেন, হে ভক্ত, ভক্ত তো সবাই । কিন্তু আমরা হলাম হারানিধি ভক্ত, যারা সম্পূর্ণ অর্ধেক কল্প ভক্তি করেছিলো । সবাই তো সম্পূর্ণ ভক্তি করে না । কাল পর্যন্ত যারা আসতে থাকবে, তারা এত সময়ই ভক্তি করবে । কিন্তু তোমরাই পূজ্য বা পূজারী হও । এও বাচ্চারা জেনে যায় । যারা বাচ্চা হয়, তারা বাবার শ্রীমতে চলে । বোঝে যে এরা আমাদেরই কুলের, যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আমাদের পরমাত্মাই পড়ান, তারাই হলো প্রকৃত বাচ্চা । প্রকৃত বাচ্চারা বলিহারি যায় আর সৎ বাচ্চারা কখনোই বলিহারি যায় না । এতে ভয় পেলে চলবে না । ভক্তিতে তো বলি দিয়েই এসেছো ঈশ্বরের জন্য কিছু না কিছু দান করেই এসেছো । এও বলি দেওয়া । তারপর বলে থাকো, পরমাত্মা পুত্র দিলো, ধন দিলো । কিন্তু মানুষ এর অর্থ জানে না । তোমরা এখন জানো যে এইসব বাবাই ভক্তির জন্য অল্পকালের রিটার্ন দিয়ে এসেছেন । সত্যযুগে এমন হয় না । তোমরা ভক্তিতে যা করে এসেছো তা সত্যযুগে হয় না । না কোনো গরীব থাকে যাকে দান করতে হয় । না কোনো শাস্ত্র থাকে না মন্দির থাকে । এ সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী যা সত্যযুগে থাকে না । এই জ্ঞানও প্রায় লোপ হয়ে যায় । সেখানে কোনো পুরুষার্থ করতে হয় না যার প্রালব্ধ পাওয়া যায় । সারা প্রালব্ধই হলো এই সময়ের পুরুষার্থের । ইসলামী বা বৌদ্ধদের জ্ঞান তো পরম্পরা ধরে চলে কারণ তাদের স্থাপনা পরে বিনাশ হয় না । তাই তাদের সবই মনে থাকে । কিন্তু তোমাদের পরে বিনাশ হয়ে যায় আর এতে সবই শেষ হয়ে যায় । তারপর দ্বাপরে আবার বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি বের হয় । এ সবই হলো গীতার সন্তান । এ সবকে ধর্মশাস্ত্র বলা হবে না কারণ ধর্মশাস্ত্র তাকেই বলা হয় যার দ্বারা ধর্মের স্থাপনা হয় । যেমন ক্রাইস্টের মহাবাক্যকে বলা হয় এ হলো দেবদূতের মহাবাক্য । ক্রাইস্টকে গড ফাদার বলা হবে না কারণ তাঁকে ভগবানের সন্তান মনে করা হয় । বলা হয় ভগবান খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন । তাই তাঁকে তাঁর ধর্মের পালন তো করতেই হবে । সতো, রজো আর তমোতে আসতেই হবে । তারা এই জ্ঞান জানে না যে ঘরে ফিরে কেউই যেতে পারবে না ।

আচ্ছা – বাবা বোঝান যে, ওরা গীতা যদিও বা বানিয়ে থাকে, তার স্মরণও আছে । দেবতা ধর্মের শাস্ত্রও কিন্তু তাকে মিথ্যে বানিয়ে দিয়েছে । সত্যি হলো আটায় নুনের মতো, কেননা পরে বানানো হয়েছে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে কারোর জ্ঞানই ছিলো না । তারা থোড়াই বুঝতো, সত্যযুগের সোনা আর হীরের মহল কোথায় চলে গেলো ? কেন গেলো ? বলা হয় যে দ্বারিকা নীচে সাগরে চলে গিয়েছে । কিন্তু সাগরে যায় না । ভূমিকম্প ইত্যাদিতে সবই শেষ হয়ে যায় । এরপর স্বর্গের নাম – নিশানা কিছুই থাকে না । প্রালব্ধ ভোগ করে যখন সব শেষ হয়ে যায় তখন তার নাম – নিশানা

কিছুই আর থাকে না । না কোনো ইতিহাস থাকে । যেমন মন্দির বানানো হলে তার একটা ইতিহাস থাকে । পুজো কবে থেকে শুরু হয়েছিলো ? মহম্মদ গজনীতে কবে এসেছিলো ? কেমনভাবে ভারতের ধন লুঠ করেছিলো, এইসব জ্ঞান হলো বুদ্ধির জন্য ভোজন । কিন্তু যোগ যদি ঠিকঠাক না হয়, তাহলে শোনার সময় খুশী হবে কিন্তু বুদ্ধিতে ধারণ হবে না, পবিত্র না হলেও ধারণ হবে না । এতে কেউই কোনোভাবে বশ করতে পারবে না কারণ এ কোনো শাস্ত্রের জ্ঞান নয় । শাস্ত্রের কথা তো সবাই কন্ঠস্থ করে নেয় । এ তো ২১ জন্মের জন্য পড়া । ওখানে যদিও বা বাবার সিংহাসনে অধিষ্ঠান করো সেও হলো এই প্রালব্ধের ফল । দেবতারা একজন আর একজনকে আশীর্বাদী বর্সা দেন না, তাই বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো । মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমাদের মাম্মা, বাবাকে অনুসরণ করতে হবে । দুনিয়ার লোক সন্ন্যাসীদের নামমাত্র অনুসরণকারী হয় । ওখানে হলো দেব – দেবীদের রাজ্য । যেখানে রাজা – রানী, ভগবতী – ভগবান যেমন, তেমনই প্রজা , এরজন্যই বাবা এখন পড়াচ্ছেন । এমন নয় যে তিনি এখন আশীর্বাদ করবেন । তাঁর পড়ানোই হলো আশীর্বাদ । শিক্ষককে কি বলবে যে আশীর্বাদ করো যাতে ১০০ নম্বর পেতে পারি ? বাবা তো পড়ান, এই পড়া সবার জন্য । খৃস্টান হোক বা বৌদ্ধ ....বলা হয় সর্ব ধর্মানি .....এ সব তো দেহের ধর্ম । বলা হয় এই সবকিছুকে ভুলে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো । আত্মা তো সবাই অমর । এক বাবারই সব বাচ্চা, তাই বলা হয় দেহের যারা ধর্ম যেমন মামা, কাকা, এদের ছেড়ে নিজেকে একা আত্মা নিশ্চিত করো আর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর কোনোই রাস্তা নেই, একেই যোগ অগ্নি বলা হয় ।

বাবার পত্রে চিটচ্যাট করা হয় যা মধুবনে রাতে শোনানো হয় । মধুবনে বাবা হাসান, উৎসাহ দেন, বলেন, তোমরা খুব ভালো, জ্ঞান – গঙ্গা হতে পারো । তোমরা কি টেলিফোন অফিসে চাকরী করো ? তোমরা তো মহারাণী হবে । পড়ে যাওয়া মানুষদেরও তোমরা ওঠাতে পারো । বাবা বলেন – আমি জানি অনেকেরই রাহুর দশা লাগে । খবর এলে বাবা তাদের তুলে ধরেন । আমি তোমাদের বিনা পয়সায় বাদশাহী দিতে এসেছি, তোমাদের কি হয়েছে ! রাহুর দশা লেগেছে ? যোগে থাকো, মুরলী শোনো । এমন চিঠি লিখতে হয় । অনেক প্রকারের চিঠি আসে । কারোর যদি কারোর সাথে মনের সম্পর্ক তৈরী হয় তখন নিজেদের মধ্যে প্ল্যান তৈরী করে যে আমরা গন্ধর্ব বিবাহ করবো । আমি তোমাকে বাঁচাচ্ছি, বন্ধন মুক্ত করছি । বাবা বলেন, কেমনভাবে বাঁচাবে ? প্রথমে তুমি কি নিজে মায়া মুক্ত হয়েছো ?বাবার মত নিয়েছো কি ? শ্রীমত না নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিয়ের কথা বলছো ? তখন মায়া তোমাদের হরণ করে নেবে । সূক্ষ্ম ভাবে যদি মন লেগে যায় তখন এমন কথা বলতে থাকে । বাবা ভাবেন এরা রসাতলে যাচ্ছে । বিয়ের সম্বন্ধ তো মাতা – পিতা করেন, তোমরা বোকারা তো লুকিয়ে নিজেদের মধ্যেই বিয়ে করে ফেলছো । তোমরা জানোই না যে এমন এমন বিঘ্ন আসে । গুড় জানে আর গুড়ের বস্তা জানে । বাবা তো সব বাচ্চাদেরই জানেন, যে কেউই জিজ্ঞেস করতে পারে – বাবা, আমি তোমার নিজের সন্তান না সৎ সন্তান । এখন শরীর ত্যাগ করলে কি পদ পাবে ? শরীরের উপর কারোর ভরসা নেই । স্টীমার যদি ডুবে যায় বা এরোপ্লেন যদি পড়ে যায় তাহলে কি গতি হয় ! মৃত্যু তো সবারই শিয়রে, তাই আজকের কাজ কাল ফেলে রেখো না । না হলে ধর্মরাজপুরীতে সাক্ষাৎকার হবে । দেখো, কাল – কাল করে কাল খেয়ে ফেলেছে । শ্রীমতে না চললে রাজ্য পদ হারিয়ে ফেলবে । অল্প শুনলেও স্বর্গে চলে আসবে । এরপর যে যতটা স্থাপনাতে সাহায্য করবে সে তত উঁচু পদ পাবে । যেমন গান্ধীজীকে সাহায্য করে কত লোক জেলে গিয়েছিলো । কত লোক মারা গিয়েছিলো, পরিবর্তে তারা কি পেয়েছিলো ? কেউ কেউ সাহুকার কংগ্রেসীদের কাছে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলো । এখন খুব অল্প সময় বাকি আছে । তাহলে কি সুখ পেয়েছো ? জ্ঞান শুনে যদি যাও

তাহলে কিছুই ব্যর্থ যাবে না । এখানে কিছুই ছাড়ানো হয় না । এ তো ওরা বিকারের জন্য বিরক্ত করেছিলো, তখন ভীষণ সাংঘাতিক পরিস্থিতিতে পরে তাকে ছাড়তে হয়েছিলো । না হলে কি করা যাবে ! তাই বাবাকে আশ্রয় দিতে হয়েছিলো । এমন তো এখনো পর্যন্ত আশ্রয় নিতে থাকে, এখানে তো তাড়িয়ে দেবার কোনো কথাই নেই । নাটকের নিয়ম অনুসারে এই গোশালা তো হতেই হবে । সবই তো বাচ্চা কিন্তু ওরা গোশালা নাম দিয়ে দিয়েছে । বলা হয় যে কৃষ্ণ যখন নদী পার করেছিলো তখন গরুরাও সঙ্গে পার হয়েছিলো । এ সবই এই সময়ের কথা । এই সব বিষয়ের আগে জ্ঞান নাও আর বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নাও । যদিও কাজ করো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিতীয় কোর্স করো । বিলেতে থাকলেও অবশ্যই মুরলী পড় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহের সম্বন্ধকে ভুলে নিজেকে এক আত্মা মনে করতে হবে । বাবার কাছে সম্পূর্ণ মনপ্রাণ সঁপে দিতে হবে । এতে ভয় পেলে চলবে না ।

২) ধর্মরাজের সাজার থেকে বাঁচার জন্য আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখলে চলবে না । পড়ার হিসেবে বাবার আশীর্বাদ নিতে থাকবে ।

বরদান :- কর্ম আর যোগের ব্যালেন্সের দ্বারা নির্ণয় শক্তি বাড়িয়ে সদা নিশ্চিন্ত হও ।

সে-ই সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকে যার বুদ্ধি সঠিক সময়ে সঠিক জাজমেন্ট দেয় কেননা দিন - দিন সমস্যা, পরিস্থিতি আরো গভীর হবে, এমন সময়ে কর্ম আর যোগের ব্যালেন্স থাকলে নির্ণয় শক্তির দ্বারা সেই পরিস্থিতি সহজেই পার করতে পারবে । এই ব্যালেন্সের কারণে বাপদাদার থেকে যে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে তাতে কখনোই সংকল্পেও কোনো আশ্চর্যজনক প্রশ্নের উৎপত্তি হবে না । কেন এমন হলো ? অথবা এ কি হলো ? এমন প্রশ্ন মনে আসবে না । সর্বদা এই নিশ্চয় পাকা হবে যে, যা হচ্ছে তাতেই কল্যাণ লুকিয়ে আছে ।

স্লোগান :- এক বাবার থেকেই সর্ব সম্বন্ধের রস গ্রহণ করো আর কারোর কথাই যেন স্মরণে না আসে ।